দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 27 MAY 2008 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তি চক্রে জড়িত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তি চক্রের সঙ্গে জড়িত চার কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। গতকাল (সোমবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ভুয়া ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটির ১০ম রিপোর্ট গ্রহণ করায় এ শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছেন অভিযুক্তরা। নিয়মানুযায়ী অভিযুক্ত ৪ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হবে এরপর তাদের পৃঃ ১৮ঃকঃ ১

ঢাবিতে ভুয়া ভর্তি চক্রে জড়িত

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। একই সঙ্গে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়ায় ১০ ছাত্রকে বহিষ্কার করা হবে। সূত্র জানায়, অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি শাখা, হিসাব শাখা, হল অফিস, বিভাগীয় অফিস, ডিন অফিস এবং ব্যাংকের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত একটি চক্র জড়িত রয়েছে। চক্রটির সঙ্গে গুটিকয়েক শিক্ষক ও ছাত্রনেতার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সর্বশেষ দুই সপ্তাহ আগে অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তির সঙ্গে জড়িত আরো একটি বড় সিন্ডিকেট চিহ্নিত হয়। অবৈধ প্রক্রিয়ায় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগে ভর্তি হওয়া ছাত্র আব্দুল আলিমের তথ্যের ভিত্তিতে চক্রটির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাণিজ্য অনুষদের মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ না হয়েও আব্দুল আলিম তিন লাখ টাকার বিনিময়ে প্রক্টোর অফিসে ভর্তি হয়। আব্দুল আলিমের তথ্যমতে, তার অবৈধ ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে হিসাব শাখার কাজী জহিরুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম মন্টু, শহিদুল্লাহ এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন বিভাগের প্রধান সহকারী আনোয়ার উল্লাহ জড়িত। মনোজন দিলে তাকে তিন লাখ টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আবদুল আলিমের ভর্তির কাগজপত্র যাচাই অভিযান শুরু করলে এ জালিয়াতির প্রমাণ মেলে। দুর্নীতিবাজ সার্টিফিকেট জাল করে লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে সিন্ডিকেটটি বিগত বছরগুলোতে ভুয়া ভর্তি বাণিজ্য চালিয়ে আসছিল। ভর্তি বাতিল হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকৃতি জানালে এই সিন্ডিকেটের সন্ধান সাংবাদিক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয় অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া এই ছাত্র।

অবৈধ ভর্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে তথ্যানুসন্ধান কমিটি।